রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No 35. রেজিষ্টার নং৩৫

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৩৸৹, ডাক মাশুল ৸৹,ত্রৈমাসিক ২৵৹, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵৹আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৭ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ১১ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং২৬এ নবেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪২ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা ডাকমাশুল ৵৹ আনা। কলিকাতা ষ্টানহোপ প্রেস পটলডাঙ্গার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

নাটক।

এই পুস্তক ঢাকা বাবুর বাজার বাবু ...শোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও এন্, কে, চট্টোপাধ্যায়ের ... পেটটুলি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যাইবে

E. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা ...রবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭ নং ভবনে পাওয়া যায়। মূল্য ৩৷৹।

হোমিওপেথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড। শ্রীবিহারি লাল ভাদুড়ি প্রণীত। মূল্য ১৷৹, ডাক মাশুল ৵৹। অন্যান্য খণ্ড মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ৩৪ নং ভবনে মূল্য পাঠাইলে পাওয়া যাইবে।

মফস্বল এজেন্সি।

মফস্বলবাসী রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভ্রান্ত লোকদিগের কলিকাতায় যদি কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে লিখিলে আমরা অতি ...র ও স্বল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যত টাকার জিনিশ খরিদ হইবে তাহার প্রতি শতকরা আমরা পাঁচ টাকা কমিসন কাটিয়া ...। অর্ডারের সঙ্গে ২ টাকা পাঠাইতে হইবে। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বরাবর অর্ডার ও টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব। কাহারো কোন পুস্তক কি অন্য কোন বিষয় ছাপাইয়া লইতে হইলে তাহারো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

শ্রীঅনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

☞ কাপড়, পুস্তক, ষ্টেসনারি, ফার্ণিচার ইত্যাদি যত প্রকার দ্রব্য কলিকাতায় পাওয়া যায় তাহা আমরা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন অল্প সুদে যত টাকা হউক কর্জ্জ করিতে হইলে তাহারও যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ ... পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এক কালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকামায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দুর হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারি লাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে

THE UNIVERSAL MEDICAL HALL
N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDERFUL PILLS!

A Specific for chronic and malarious fevers, enlarged spleen and liver.

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা!!

পুরাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রামক জ্বরের এবং প্লীহা ও যকৃত রোগের মহাঔষধ।

এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে সকল ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকে সেবন করিয়া প্রথমে আরোগ্য লাভ করেন পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্ব্বার পীড়িত হইতে প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। এক প্রকারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সকল ঔষধ দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে মাত্র,এক বারে রোগ বিনাশ হয় না। কারণ যে পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া বিষ শরীর হইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুবিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য নামক রৌপ্যাবৃত বটিকা প্রকাশ করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাবধি নানা প্রকার, পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র সহস্র উল্লিখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই বটিকা সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা শরীর হইতে কুইনাইনের ও ম্যালেরিয়ার বিষ নির্গত করিবার এক প্রকার দৈব ঔষধ বলিলে বলা যাইতে পারে। প্রতি কৌটায় ৩০টা বটিকা আছে এবং উহা সেবনাদির নিয়মাবলি উহার সহিত আছে।

প্রতি কৌটার মূল্য ১৷৹ টাকা ডাক মাশুল ৵৹ আনা। এই মাশুলে ২টা কৌটা অনায়াসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাত হইতে ইংরাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্রয় ও প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে যে সকল মহোদয় উক্ত ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ও সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগেরনিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে যখন যাহা প্রয়োজন হইবেক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরণ করিলে অতি সত্বর প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যের মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন অপরাপর দ্রব্য যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার কমিশন শত করা ৫ পাঁচ টাকা মাত্র লইব।

...পাল এ...

ইউনিভারশেল মেডিকে...

২৮৩। ২৮৪ নং অপার চিৎপুর রো...

কলিকাতা, শোভাবাজার।

গৌড়েশ্বরনাটক মূল্য ৸৹ আনা ডাকমাশুল ।৹

THE plot of the work was evidently suggested by the Ramayana. The author seems to have no ordinary power and poetical images and we meet in it with scenes deeply pathetic. *The Bengalee.*

রমেশ বাবু সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমে এই নাটকে একটী ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। নির্জ্জীব বাঙ্গলার গদ্য আরও নির্জ্জীব, তজ্জন্য রমেশ বাবু নাটকগত পাত্রগণের উত্তেজিত হৃদয়ের ভাব সকল নিয়তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দুই এক খানি নাটকের স্থানে ২ পাত্রগণের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল নাটককার সকল সময়ে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। গৌড়েশ্বর নাটকে এই রীতিটী সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং নাটক খানি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব দৃষ্টে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি।—অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি।

ক্যানিং ও সংস্কৃত লাইব্রেরী এবং অমৃত বাজার পত্রিকা আফীসে প্রাপ্তব্য।

'চিকিৎসাতত্ত্ব-মাসিক পত্র...

আশ্বিন মাস হইতে প্রকা...

রয়েল ১২ পেজী...

ফর্ম্মা আকার।...

ডাকমাশুল...

কাতা, ...

ইংরাজ জাতির বিপদ।

ইংরাজ জাতি অপমান অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতে পারেন, গালি তিরস্কার অটল হৃদয়ে সহ্য করিতে পারেন, পারিবারিক কষ্ট দৃঢ়তার সহিত সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহারা অস্থির হইয়া পড়েন। মিয়ার সাহেব ফাটকে গিয়াছিলেন ইহা লইয়া এত গোল করার কারণ এই এবং আমাদের ষ্টিবিন্‌সের জন্যে যে তাহারা এরূপ কষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও কারণ এই। এ দেশে অনেক ইংরাজ মাঝে২ ফাটকে গিয়া থাকেন, তহবিল তছরূপ এবং নরহত্যা অপরাধে তাহারা অনেক সময় ধৃত হন এবং দণ্ডিতও হইয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে ইংরাজদিগের মধ্যে এত গোলযোগ, হয় না। পাছে মিয়ার ও ষ্টিবিন্‌স রাজ বিচারে দণ্ডিত হওয়ায় নীল ও চা ব্যবসায়ের কোন বিঘ্ন জন্মে তাহারা এই নিমিত্ত ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠেন। তাহাদের আর্ত্তনাদ এখনও ক্ষান্ত হয় নাই, কবে যে ক্ষান্ত হইবে তাহারও ঠিকানা নাই। এখানে ইংরাজদিগের এই বিপদ, আবার ইংলণ্ডে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক বিপদ উপস্থিত। অনেকের স্মরণ আছে বোম্বাইতে এ দেশীয়েরা কতক গুলি কাপড় ও সূতার কল আনয়ন করিয়াছেন। যখন এই সমুদয় কল এখানে আনয়ন করা হয় তখন ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন যে এ কল ভারতবর্ষে চলিবে না, সুতরাং ম্যাঞ্চেষ্টার ও লিবরপুলের [illegible]হাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। এখন দেখি[illegible] যে ভারতবর্ষে [illegible] কাপড় প্রস্তুত হইতেছে এবং এখানে যেরূপ অল্প ব্যয় পড়িতেছে তাহাতে ইংলণ্ড হইতে শতকরা ৫ টাকা শুল্ক দিয়া ভারতবর্ষে সূতা ও বস্ত্র আনিয়া লাভ করা দূরে থাকুক, বরং ক্ষতিগ্রস্থ হইবারই সম্ভাবনা। ম্যাঞ্চেষ্টারবাসীদিগের মধ্যে এই নিমিত্ত মরকান্না পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা স্থানে২ সভা করিতেছেন। ল্যাঙ্কসায়ারে এই সম্বন্ধীয় একটি সভার অধিবেশন হয়। কর্ণেল জ্যাকসন সভাতে বক্তৃতা প্রদান কালে বলেন যে, যদি এরূপ একটী যন্ত্র যাহাতে ৬০ হাজার সূতা কাটা কল এবং এক হাজার তাঁত খাটিতে পারে ভারতবর্ষে চালান যায়, তবে ইহা ইংলণ্ডে খাটাইলে যে লভ্য হইবে ভারতবর্ষে তদপেক্ষা বৎসর প্রায় ২২৮০০০ টাকা অধিক লভ্য হইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডে কয়লা এবং টাকা সুলভ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় তুলায় ভারতবর্ষে সূতা প্রস্তুত হইবে, অন্যত্র হইতে তুলা আনিবার ব্যয় এখানকার লোকদিগের বহন করিতে হইবে না, আবার ভারতবর্ষের প্রস্তুত কাপড় ভারতবর্ষেই বিক্রীত হইবে, ব্যয় করিয়া অন্য দেশে উহা বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং ভারতবর্ষে টাকা ও কয়লার অপেক্ষাকৃত অভাব সত্ত্বেও বিস্তর লভ্য দাঁড়াইব। ল্যাঙ্কসায়ারবাসীরা ইহা শুনিয়া একেবারে অচে[illegible] পড়িয়াছেন। বিলাত হইতে ভারতবর্ষে [illegible] যে শুল্ক লাগে তাহা উঠাইয়া দেও[illegible] [illegible]ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট [illegible] গ্রাহ্য করেন নাই। [illegible] হইয়াছেন। তাহা[illegible] [illegible] অন্যায় বিচার [illegible] ম্যাঞ্চে[illegible] [illegible] গবর্ণ[illegible] [illegible]ঞ্চেষ্টর-

শত করা ৫। ৬ টাকা করিয়া শুল্ক লাগে, অথচ ভারতবর্ষবাসীদিগের কিছু লাগিবে না। এ নিয়ম থাকাতে এক সম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুগ্রহ দেখান হয়। ইংরাজেরা এই রূপ তর্ক করেন। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইতেন তাহা হইলে ইংরাজেরা এরূপ তর্ক করিতে পারিতেন না। কোন রাজা স্বদেশ জাত বাণিজ্য ধ্বংশ করাইয়া অপর দেশের বাণিজ্যের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় এরূপ নিয়ম কখনই প্রচলিত করেন না, কিন্তু আমাদিগকে বিধাতা সে জোর করিবার ক্ষমতা দেন নাই। ইংরাজেরা কি মনে ভাবেন যে, ভারতবর্ষবাসীরা তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সমৃদ্ধির নিমিত্তই কেবল জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? আমেরিকায় যখন দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তখন সেখানকার ইংরাজেরা বলিতেন যে বিধাতা তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত দাস জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংলণ্ড বাসীরা কি আমাদিগকেও সেই রূপ মনে ভাবেন? এ দেশের অর্থোপার্জ্জনের যত গুলি পথ আছে সমুদয় তাহারা এক রূপ একচেটিয়া করিয়া বসিয়া আছেন। ক্ষতি কি, আমরা নয় কাপড় ও সূতার ব্যবসায় দ্বারা দেশে কিছু টাকা রাখিলাম? আমরা ইংলণ্ডে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ত আর স্বদেশের বৃদ্ধি করিতেছি না। তাহারা এ দেশ হইতে বস্ত্র ও সূতা বিক্রয় করিয়া যে টাকা গুলি স্বদেশে লইয়া যাইতে চাহেন, তাহাই আমরা স্বদেশে রাখিবার যত্ন করিতেছি। ইহাও কি তাহাদের সহ্য হয় না? ইংরাজেরা থানের ও সূতার শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিতেছেন। এ প্রস্তাবে আমরা সম্মত আছি, কিন্তু তাহা হইলে আমাদের প্রতি তাহারা যে কোটী২ অবিচার করিয়া স্বদেশ অর্থপূর্ন করিতেছেন তাহার সমুদয় না হউক গুটি কয়েক তাহাদের রহিত করা ন্যায় সঙ্গত। আমরা এ দেশের গবর্নরী পদ চাহি না, আমরা লেফটেনেন্ট গবর্নর হইতে চাহি না, আমরা কমিশনার হইতেও চাহি না, আমাদের জন্যে কেন ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ গুলি থাকুক না? ইহাও না হয়, এ রূপ নিয়ম হউক না কেন যে ১০০০ কি ৮০০ টাকা বেতনের পদ গুলিতে এ দেশীয় ভিন্ন আর কেহ নিযুক্ত না হয়? সিবিল সরবিশ পরীক্ষার স্থান ইংলণ্ডে না হইয়া এখানে হউক না কেন? সিবিল সরবিস কেন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যারিষ্টারি, মেডিকেল সরবিস সমুদয় পরীক্ষার স্থান গুলিই মিলাতে। যে ইংরাজেরা এরূপ অবিচার পদে পদে করেন, তাহাদের পক্ষে সূক্ষ্ম বিচার হইবার উদ্দেশে কাপড় ও সূতার শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব শুনিলে আমাদের হাসি পায়। বোম্বাইতে গুটি কয়েক সূতার কল হইয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের এই ক্ষতি হইয়াছে যে, বস্ত্র বিক্রয় দ্বারা এদেশ হইতে তাহারা যে টাকা গুলি স্বদেশে লইয়া যাইতেন তাহাই লইয়া যাইতে পারিতেছেন না, ইহাতেই তাহাদের হৃদয় কষ্টে ছট ফট করিতেছে। ইংরাজ মহাশয়েরা! তোমরা একবার মনে করিয়া দেখ দেখি যে যাহাদের দেশ হইতে তোমরা কোটী কোটী অর্থ বৎসর বৎসর স্বদেশে লইয়া যাইতেছ, যাহাদিগকে সমুদয় উচ্চ পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, যাহাদিগকে নিজ ধনে চোর করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের মনে কত বেদনা লাগে? এ দেশীয়দিগের মন তোমরা কত রূপে কত কষ্ট দিয়া থাক, তাহা তোমরা অনুভব করিতে পার না। ইংলণ্ড কখন পরাধীন হয় নাই। ইংলণ্ড-

বাসীরা স্বদেশে কার্য্য পাইবার নিমিত্ত সিবিল, মেডিকেল প্রভৃতি সরবিশের শিক্ষা করিতে হয় নাই, ইংলণ্ডবাসীদিগকে রুসিয়া কি আমেরিকায় বস্ত্র কি অন্য কোন বাণিজ্য দ্রব্যের ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত তুলা পাট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হয় নাই, ইংলণ্ডবাসীদিগের ভিন্ন দেশে গিয়া ভিন্ন দেশীয়দিগের নিকট আপন পৈতৃক সম্পত্তি সম্বন্ধে দরবার করিতে হয় নাই। এরূপ দুর্দ্দশা যদি কোন কালে একবার ইংলণ্ডের পক্ষে ঘটিত,তাহা হইলে ইংরাজেরা যে আমাদের মনে কত কষ্ট দিতেছেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেন এবং ইহাও জানিতেন যে আমরা ক্রন্দন করি কেন, কেন আমরা সময় সময় তাহাদের সুবিচারে বৈরক্তি প্রকাশ করি? যাহা হউক, যে দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের অনুগ্রহে ম্যাঞ্চেষ্টরবাসীদিগের মধ্যে এই রূপ সর্ব্বনাশের ক্রন্দন উপস্থিত হইয়াছে তাহারা স্বার্থক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এবার ইংরাজেরা কতক বুঝিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক তাহারা কত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এবং শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নিকট [illegible] পরিমাণে ঋণী। যদি ভারতবর্ষ ভাগ্যবতী হন এবং তাহার এরূপ সুসন্তান সকল জন্মেন যে তাহারা ভারতবর্ষজাত দ্রব্য প্রেরণ করিয়া ইংলণ্ডের সূতার কল বন্ধ করিতে পারেন, কাগজের কল এবং অন্যান্য কল বন্দ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা ইংলণ্ডকে আর একটু চৈতন্য করিয়া দিবেন এবং তখন ইংরাজেরা বুঝিবেন যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের স্বভাবজাত বাণিজ্য ব্যবসায় ধ্বংশ করিয়া কত লোককে অন্ন কষ্টে ফেলিয়াছেন, কত পরিবার অনশনে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং কি রূপে দেশ নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ যদি আবার ভাগ্যবতী হন এবং তাহার এরূপ সুসন্তান সমুদয় জন্ম গ্রহণ করেন যাহারা ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথাকার বড়২ চাকুরি গুলি গ্রাস করিয়া মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়কে বিপন্ন অবস্থায় নিক্ষেপ করিতে পারেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের আরো চৈতন্য হইবে এবং তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষকে পরাধীন করিয়া তাহার প্রতি কি রূপ অবিচার করা হইয়াছে। কি রূপ করিয়া ভদ্র বংশ সমুদয় ভারতবর্ষ হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাবৎ হিন্দু জাতি [illegible] হইয়াছে।

কাবুল ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট।

লর্ড নর্থব্রুকের পরামর্শে যাকুব খাঁ সের আলির শরণাপন্ন হন এবং সের আলি তাঁহাকে [illegible] করিয়াছেন আমরা এই টেলিগ্রামটী পাঠ [illegible] বিস্ময়াপন্ন হই। আমরা রাজকৌশলের, বিশেষতঃ ইংরাজ রাজ কৌশলের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না, সুতরাং সের আলি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে কেন যাকুব খাঁকে কারারুদ্ধ করিলেন, লর্ড নর্থব্রুকই বা কেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আনিয়া এই বিপদে নিক্ষেপ করিলেন তাহা তাঁহারাই জানেন। তথাচ সের আলি যে ইহা দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা পাপে কলুষিত হইয়াছেন তাহার কোন ভুল নাই এবং এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যের সঙ্গে লর্ড নর্থব্রুকের নাম সংস্রব থাকায় আমরা মনে অত্যন্ত কষ্ট পাই, সুতরাং আবার যখন টেলিগ্রাম পাঠে জানিলাম যে লর্ড নর্থব্রুক সের আলির কার্য্য অনুমোদন করেন নাই, [illegible] কাবুলের রেসিডেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন [illegible] তিনি সের আলিকে বলেন যে, লর্ড নর্থব্রুক [illegible]

কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং তিনি যাকুব খাঁর প্রতি কোন রূপ অত্যাচার না করেন, তখন আমাদের হৃদয়ের কতকটা ভার উত্তোলন হইল। সের আলি যদি প্রকৃত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া থাকেন, লর্ড নর্থব্রুক যে তাহাতে বিরক্ত হইবেন তাহা আমরা এ সম্বাদ প্রকাশ না হইলেও বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু আমরা একটী বিষয় বুঝিতে পারিলাম না। যাকুব খাঁর সহিত তাঁহার পিতার সম্মিলনের পরামর্শ লর্ড নর্থব্রুক কি রূপে দিলেন? ইংরাজেরা কি জানেন না যে কাবুলিরা বিশ্বাসঘাতক, চঞ্চল এবং কলহপ্রিয়? যাকুব খাঁ সের আলিকে পদে২ বিরক্ত করিয়াছেন, সের আলি জানেন যে যাকুব খাঁ তাহা অপেক্ষা ক্ষমতাবান এবং দেশের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়। সের আলি ইহাও জানেন, যদিও তিনি তাহার কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা জানকে আপন রাজ্য প্রদান করিবেন এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে দিন পঞ্চত্ব পাইবেন, সেই দিন যাকুব খাঁ তাহাকে দূর করিয়া নিজে রাজা হইবেন সুতরাং যত দিন যাকুব খাঁর মৃত্যু না হইতেছে তত দিন তাঁহার শান্তি নাই। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টও এ সমুদয় জানেন। জানিয়া শুনিয়া কি রূপে তাঁহারা সের আলির হাতে তাহার পুত্রকে সমর্পণের যোগ যোগ করিলেন? হতে পারে যে সের আলি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি যাকুব খাঁকে আশ্রয় দিবেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিবেন, কিন্তু ইংরাজেরা কি এত নির্ব্বোধ যে এই শপথের উপর নির্ভর করিয়া সের আলির চির বৈরীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন? যখন সের আলি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না? ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এখন যাকুব খাঁকে রক্ষা না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কি ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? তাহাদের কি এ কলঙ্ক কোটী২ বৎসরেও অপনয়ণ হইবে? লর্ড নর্থব্রুক এই নিমিত্ত সের আলিকে এক রূপ হুকুম করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তিনি তাহার পুত্রের প্রতি কোন রূপ অভদ্র আচরণ না করেন। কিন্তু সের আলি যদি তাঁহার আগ্রাহ না করেন? আর সের আলি তাঁহার এই আজ্ঞা কেন প্রতিপালন করিবেন? কাবুল ইংরাজাধীন নহে। ইংরাজদিগের সৈন্য সামন্তকে কাবুলিরা লক্ষ্য করে না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট চিরকাল সের আলির সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকেই তাঁহারা খোসামোদ করিয়াছেন। কাবুলের আমির যখন যাহা চাহিয়াছেন ইংরাজেরা তাহাই তাঁহাকে যোগাইয়াছেন। বৎসর২ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত অর্থ এবং বন্দুক বারুদ প্রভৃতি তাঁহাদের যোগাইতে হয়। এ রূপ অবস্থায় ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এখন আর তাহার উপর কোন হুকুম জারি করিতে পারেন না, কর যোড় পূর্ব্বক বিনয় ভাবে নিবেদন করিতে পারেন। ফল সের আলি যদি গবর্ণর জেনারেলের এই আজ্ঞা প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে ইংরেজদের কলঙ্ক ও অপমানের কি সীমা থাকিবে? তাঁহারা স্বদেশে এরূপ কলঙ্ক লইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন। প্রশিয়গণ তাঁহাদিগকে যখন তিরস্কার করে কি রুশিয়গণ যখন তাহাদিগকে অপমান করে, কিম্বা তাঁহারা যখন অপরাধ স্বীকার করিয়া আমেরিকায় অর্থ দণ্ড দেন, তখন দেশের মধ্যে কলঙ্ক হয় মাত্র, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অভিমান ও মর্য্যাদার খর্ব্ব আর কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু এই সুদীর্ঘ বর্ষ তাঁহারা বাহুবলে শাসন করেন, হিন্দু ও মুসলমানেরা জানে যে ইংরাজদিগের অসাধারণ বুদ্ধি ও বাহুবল, ইহাঁরা ইউরোপে অপদস্থ হউন আসিয়ায় ইহাঁরা অদ্বিতীয় রাজা ও ইহাঁদের প্রতাপ অখণ্ডনীয়। এবং এই যশের কিছু লাঘব হইলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি ও বিপদ হইবার সম্ভাবনা। এ কলঙ্কও তাহারা চুপ করিয়া সহ্য করিতে পারিবেন না। এ কলঙ্ক ও অপমান অপনয়ণ করিতে হইলে তাঁহাদের সের আলির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট কি কাবুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন? একবার কাবুলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা যেরূপ অপযশ ক্রয় করেন, যেরূপ ঋণ পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন এবং যেরূপ বিপদাপন্ন হন তাহা হইতে এখনও তাঁহারা উদ্ধার হইতে পারেন নাই। আবার কি তাহারা সেই বিপদে পদ নিঃক্ষেপ করিবেন? যদি প্রকৃতই তাহারা যুদ্ধে প্রবেশ করেন এবং ইংরাজ সৈন্য জয় হয়ী তাহা হইলেও কি কাবুল এক দিনের নিমিত্ত তাহারা অধীনাবস্থায় রাখিতে পারিবেন? যত দিন তাহারা কাবুলে অবস্থিতি করিবেন, তত দিন অহোরহ তাঁহাদিগকে যুদ্ধ সজ্জায় থাকিতে হইবে এবং তাহা হইলে ভারত রাজ্য পর্য্যন্ত ছারখার হইয়া যাইবে। আবার সম্মুখে বিষম শত্রু। যে দিন কাবুলের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে সে দিন রুসিয়গণ আনন্দে নৃত্য করিবে। সের আলি রুশিয়ার শরণাগত হইলে ভারতবর্ষে আবার সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হইবে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কি এত নির্ব্বোধ যে ইচ্ছা করিয়া অথবা অনবধানতায় আপনাদিগকে এই রূপ বিবাদ জালে নিঃক্ষেপ করিবেন? ইংরাজ জাতি তত নির্ব্বোধ নন। আমাদের এই নিমিত্ত কাবুলের সমুদয় সম্বাদের প্রতি সন্দেহ হয়। রাজ কৌশল, বিশেষতঃ ইউরোপীয় রাজ কৌশল ভেদ করা এ দেশীয়দিগের সরল বুদ্ধির কার্য্য নহে। এ সমুদয় সম্বাদ মিথ্যা কি সত্য তাহা বিধাতা জানেন। মিথ্যা যদি হয় তবে ইহার উদ্দেশ্য কি তাহা বিধাতা জানেন। ফল ব্রিটিশ রাজ্যে আজ কাল মহা গণ্ড গোল উপস্থিত। এ দিকে নানাকে লইয়া মহা গোল, সিন্ধিয়া প্রাণ ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন এবং ধৃত ব্যক্তি যদি প্রকৃত নানা হন ও গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃত তাহাকে ফাঁসী দেন, তাহা হইলে অনেকে শংকা করিতেছেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বরদায়ও মস্ত গোল। গুইকার রেসিডেণ্টকে বিষ খাওয়াইয়াছেন কি না তাহা বিধাতা জানেন। যাহা হউক তথায়ও নিতান্ত কম গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। আবার লর্ড নর্থব্রুক সের আলির প্রতি যে রূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন তাহার ফলও কি দাঁড়ায় বলা যায় না। এ সমুদয় গোলে আমাদের মনে যত উদ্বিগ্ন হউক আমরা ইহা দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত করিতে পারি। রুসিয়ারা ভারতবর্ষের প্রতি আক্রমণ করিবার যে উদ্যোগ করিতেছিলেন তাহা হইতে বোধ হয় তাহারা আপাতত বিরত হইয়াছেন। বাহ্য শত্রু থাকিতে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট দেশের মধ্যে এত গোলযোগ বাধাইতেন না, বিশেষতঃ লর্ড নর্থব্রুক সের আলির প্রতি যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন তাহাতে বোধ হইতেছে ইংরাজেরা আর আমিরের মন যোগাইয়া চলিবেন না।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ায় আনুমানিক নানা সম্বন্ধে এই টেলিগ্রাম গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

কানপুর, ১২ই নবেম্বর। নানা সংক্রান্ত অনুসন্ধান আজিও শেষ হয় নাই। বোধ হইতেছে আগন্তুক সমুদয় সাক্ষীর জবান বন্দি লওয়া হইবেক। তাহা হইলে আগামী সপ্তাহের শেষে নানার বিচার আরম্ভ হইবে।

লক্ষ্ণৌ ১৩ই নবেম্বর। নারায়নেন্দ্র নামক জনৈক সাক্ষী, যিনি নানাকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, বলিতেছেন যে ধৃত ব্যক্তি নানা কি না তাহা তিনি ঠাউরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

কানপুর ১৪ই নবেম্বর। বিথুরের লোকেরা মহারাজা সিন্ধিয়ার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করে না যে ধৃত ব্যক্তি প্রকৃত নানা। যাহা হউক ধৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে দেশীয়দিগের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করা যাইতে পারেনা, কারণ ঐ ব্যক্তি যদি প্রকৃত নানা না হয় তাহা হইলে কেন তাহারা তাহার জন্য এত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে?

কানপুর ১৫ই নবেম্বর। একজন সৈনিক পুরুষ সাক্ষ্য দিয়াছেন যে ধৃত ব্যক্তি যে প্রকৃত নানা তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই।

কানপুর ১২ই নবেম্বর। কানপুরের কলেক্‌টর এবং তাহার আসিস্টাণ্ট সাহেব এরূপ গোপনে নানা সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইতেছেন যে প্রায় তাহা কাহারও জানিবার যো নাই। এখানে এই রূপ জনরব এবং উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় যে এখানকার সাহেবেরা প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া ধৃত ব্যক্তিকে যাবদিক কষ্ট প্রদান করেন এবং সে প্রকৃত নানা কিনা, কিম্বা সে নানার খবর রাখে কি না এই বিষয়ে তাহাকে স্বীকার করিতে বলেন।

গত বৎসরের ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সংক্রান্ত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ৫৮৭২ মাইল রেলওয়ে [illegible] হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৯৭ কোটী টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক মাইলে গড়ে ১৫৫৩৬০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ৭২৭ মাইলে ডবল রেল আছে। আরো ১৮৫০ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইতেছে। গত বৎসর সর্ব্ব সাকল্যে ৩১২ মাইল নুতন রেলওয়ে খোলা হয়। রেলওয়ের নিমিত্ত গত বৎসর ১১৮২৪৫ টন (এক টনে ২৮ মন) দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে এ দেশে প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষে রেলওয়ে হওয়াবধি ৪৭ লক্ষ টন দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে এ দেশে আনা হইয়াছে। ইহার মুল্য স্বরূপ ইংলণ্ড প্রায় ৩২ কোটী টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। গত জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ রেলওয়ের ৬২৩১৮ জন মালিক ছিলেন। ইহার মধ্যে ৯ শত মালিক ভারতবর্ষে বাস করেন এবং এই ৯ শতের মধ্যে ৪২১ জন মাত্র এ দেশীয়। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের রিপোর্টে জানা যায় যে গত বৎসর ২৬৮ টী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয়। ইহার মধ্যে, ১৩টী সংঘাত দ্বারা, ২০টী গাড়ী রেলের বাহিরে পড়িয়া, ২৬টী অগ্নি কর্ত্তৃক, ১৬৫টী গো, ছাগাদি ট্রেনের সম্মুখে পতিত হইয়া এবং ৩৪টী অন্যান্য ক্ষুদ্র কারণে সংঘটিত হয়। এ দুর্ঘটনা কর্ত্তৃক ৪৩৮ জন লোক হত ও আহত হয়। গত বৎসর রেলওয়ের নিমিত্ত ৪ কোটী টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট ও অর্দ্ধেক রেল কোম্পানী বহন করিয়াছেন। গত বৎসর অকাতরে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, সে রূপ কাজ কিছুই হয় নাই। ইউরোপীও ম্যানেজার সকলে যত দিন তাহাদের নবাবী ধরণে কাজ করিতে থাকিবেন তাবৎ আমাদের রেলওয়ের দুর্গতি শেষ হইবে না। এ দেশী[illegible] স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে রেল[illegible] করিতে পারেন তাহার [illegible]

GREAT NATIONAL THEATRE.

BEADON STREET PAVILION.
Saturday, the 28th November, 1874.
BY SPECIAL DESIRE.
MACBETH.
রুদ্রপাল

Special Night !! Special Night !!
BENIFIT OF BABOO AMRITO LAL BOSE.
Wednesday the 2nd December 1874.
শত্রু সংহার
OR
THE GREAT WAR OF KRUKHETRA

Prices as usual.
Play to commence at 8. 30 P. M.
DEBENDRA NATH BANERJEE,
Director.
NOGENDRA NATH BANERJEE
MANAGER

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA—THURSDAY 26th November 1874

WE have to acknowledge the receipt of a Prospectus of a Weekly Newspaper for the discussion of the affairs of Assam. As Assam is now a separate Province, it ought to have a first rate Weekly of its own. But we have very great doubts as to the success of the project. Mr. Valente, who, it appears to be the projector, ought to know that a Paper cannot exist in such a Province as Assam is, without the patronage of natives ; and to patronize a paper the value of which is sixteen rupees per annum, dak edition, is utterly beyond the means of most natives. If he, like Mr. Kemp of Dacca, sticks to the tea planters, who alone can pay such a high price, we fear the natives will have very little to do with his paper.

THOUGH not the direct offspring of the Levien case, yet indirectly connected with that case, is a libel suit of great interest which is h[illegible]ing in the Rungpore Magistrate's Cou[illegible] It w[illegible] about a year and half ago that an anonymous petition was submitted to the Government of Bengal against Babu Gopal Chandra Mookerjea, Executive Engineer of that District, setting forth certain illegal acts supposed to have been committed by the Babu and his Assistant. It was was stated in the petition that if the evidence of Mr. Glazier, the District Magistrate, of Babu Krishto Dhone Ghose M. D. and Babus Janooke[illegible] Bullabh Sen, Jugodeendra Narain Roy Chowdhry, Mohima Ranjan Roy Chowdhry, Romonee Mohan Roy Chowdhry &c. &c. were taken, the statements set forth in the petition would be clearly proved. The Bengal Government immediately demanded an explanation, but whether any further notice was taken of the matter or not, is not known to the public. But now Babu Gopal Chunder Mookerjea brings a libel suit against Babus Dakhina Mohun Roy Chowdhry, Doyal Sing and Lal Sing ; the latter the son of Babu Doyal Sing. Query : Is it a fact that Babu Dakhina Mohun Roy Chowdhry was, while giving his deposition in Uma Charan's case, in Mr. Glazier's Court, unnessarily made to stand several hours ? It is however a significant fact, that this case is brought immediately after the Levien case is finished, after the expiration of a year and half, when the petition against Gopal Babu was first submitted. There is another fact worthy of note. Mr Glazier has transferred the case to his assistant Mr. Hampton, for he purposes to give evidence in the case. The defendants should have motioned the High Court to transfer the case from the hands and influence of Mr. Glazier. They can take prompt action and do it now.

There are certain Sub-Divisions in Bengal which are too sacred for the native Deputy Magistrates. There you will always find a European, whether an Assistant or a Deputy Magistrate ; and if natives are sent there now and then by mistake or for want of a European, they are not allowed to stay there long. It will be found also, that these Sub-Divisions contain a dozen or half a dozen of European residents ; they are invariably placed under the fostering care of [illegible]uropean Hakims. We have not the ambition [illegible]dminister justice to the ruling race, and we [illegible] slightest objection if Europeans [illegible]nted to try Europeans ; but we [illegible]ons to be trampled under foot [illegible]dents, while protected by [illegible]ave not the least objec- [illegible]rnment's valuing of natives ; but let not there be a sacrifice of justice, a sacrifice of the weak to the strong, a trampling of the inherent rights of humanity under foot. We do not speak of distant Assam, Cachar or Darjeeling ; where there are impenetrable forests, where dead bodies can be hidden, or bones of the male can be transformed into those of the female ; but we talk of the most civilized and advanced portions of Bengal. Indigo is extensively cultivated in the north of Jessore and Nuddea, that is within the Sub-Divisions of Magoorah, Jhenida, Koostia, Chooadanga and Meherpore. Now these Sub-Divisions are invariably filled by Europeans. By a mistake, or because Mr. Smith was Magistrate, and Lord Ulicke Browne Commissioner, Babu Shyama Charan Chatterjea was posted to Jheneda. For six months he was there, and so careful he was in his dealing with the planters that he made over the case of Mr. Meares to Mr. Smith and rarely took any step in connection with the planters without consulting his superiors. But Mr. O'Donnel of the Jhenida obscenity case notoriety has been posted there, and the result is, that the people of Jhenida are disconsolate on account of the transfer of Babu Shyama Charan. Never perhaps in their lives did the people of Jhenida feel what it is to have a police which defended the weak from the strong, and a court which was a protection rather than a source of oppression. That the Court was constituted for the protection of the people, the people never perhaps knew before, they dreaded the courts much more than the planters, but Babu Shyama Charan gave them this idea. Babu Shyama Charan has been transferred and the people of Jhenida know not how to bring him back again. The order of this transfer did not come from Mr. Smith, or Lord Browne, but from high. It is a belief in high quarters that Hindu Deputy Magistrates do not favor the indigo planters. It may be so, but Hindu Deputies dare not deal otherwise than at least fairly with planters. Mr. Smith though a civilian of high standing, trembled in his chair while during the Meares case the Anglo-Indians howled in chorus. But we know of cases where Hindoo Deputies actually forsook the weak and sided with the planters. Some years ago, a Hindoo Deputy Magistrate, now happily removed from office, fired at the ryots from a planter's elephant, while the planter sat by him. The cap however, probably being owned by a Bengallee, did not take fire and so no life was destroyed. The other day there was, we are told, a similar scene at Chooadanga. Mr. Stevens like Mr. Smith is not a slave, as Magistrates usually are, of the planters ; and he had posted a Hindoo Deputy at Chooadanga. The Deputy was however found in a planter's boat, and in friendly terms with the planters, and the gentleman himself complained that he was assaulted by the ryots while found there. That gentleman is removed to his head quarters ; but Mr. Deare of Magoora has it appears taken a *Mourashee putta* of the Magoora Sub-division. The other day while we were sitting in his parlour with Babu Chandra Coomar Roy of Narail, a post letter was handed to him. He perused the contents and with a smile requested us to do the same. The letter came from Magoora, and though we cannot desclose its contents, it was evident that the people of Magoora had not much confidence in Mr. Deare. There is ample reason why this confidence should not exist. The ryots of Magoora are not pulling well with the planters and Mr. Deare is a close friend of the latter. Whether he deals even handed justice to the two classes, Mr. Smith, the District Magistrate knows best ; but we know that while Magoora is in a ferment, the Depeuty Magistrate goes to the planters and the planters come to him, they dine and pass their leisure hours together. However immaculate Mr. Deare might be, confidence under such circumstances cannot exist ; but we can say more. We believe there are very few men under the sun who can resist being influenced under the circumstances into which Mr. Deare is placed. That he is now and then so influenced is clear from the case of Mr. Clarke *vs* the *boona coolies* in which he punished the assaulted *boonas* and allowed the assaulting *shaheb* to escape.

While talking of sub-divisions we must not omit to mention that Mr. Smith kindly placed Babu Umacharan Gangoollee, one of the nicest and most hardworking men in the Executive service at Naral. This is also a sub-division exclusively reserved for the Europeans for reasons best known to the authorities, for we believe there are no indigo planters in the sub-division. It is perhaps on account of the powerful Naral Babus ; but the Babus are, whatever their forefathers might have been, now perhaps the quietest Zemindars in Bengal. We hope Babu Umacharan will not be transferred and that the rumour of his transfer

The following has been sent to us by a native gentleman of some standing in the service. It is an abstract of a conversation which is said to have taken place between him and a high Englishman:—

N. Good morning Sir.
E. How are you Babu ?
N. I am quite well, I thank you Sir
E. Take your seat. (Orderly brings in a chair)
N. Thank you Sir.
E. Have you heard of Mr. Meares' release.
N. Yes Sir.
E. What do the natives say about the case.
N. They believe the case to be perfectly true and that Mr. Meares has been very justly punished.
E. I am of the same opinion.
N. All high officials are.
E. Why did so many natives sign the Memorial then ?
N. Must be to serve their own end Sir.
E. How ?
N. Some of these people are servants to those *Shahib logs* who have signed.
E. No. No. No. Some of the Shababazzar coomers have signed.
N. They are very obliging people. Don't you se[illegible] sir, How Raja Harrendra Krisna manages [illegible] stick to [illegible]e Idaha?
E. Is it not derogatory to a Raja to serve as a Depu[illegible] Magistrate.
N. Necessity has no law Sir.
E. I say the famine officers are now returning. The[illegible] will be a wholesale change.
N. Oh. Yes. I say what lot of money has been spent[illegible] so much as six crores !
E. How much do you think has actually gone to th[illegible] pockets of the poor ?
N. Poor men have no pockets in this country Sir.
E2. What do you mean Babu ? The poor men having [illegible] pocket they did not receive any thing ?
N. Poor men received with unfolded hands an[illegible] bless[illegible] Government, but as they have no pockets the[illegible] could not save any.
E2. You are not very clear Babu.
N. I cannot express myself clearly in English Sir.
E. You talk English very well.
N. No Sir. No Sir. Money have found final rest[illegible] pockets Sir.
E. Well Babu—don't you think the people will like ou[illegible] Raj for our benevolence.
N. Yes, those who do not know that you exercise yo[illegible] benevolence at other people's cost.
E. Well, on the whole do people like our raj ?
N. To a great extent.
E. Not—wholly. Do you wish to be independent Babu[illegible]
N. We are human beings.
E. Indeed !
N. We wish not only to be independent but also to con[illegible] quer England and to send out half a dozen of L. G[illegible] every fifth year on a pay of 3 lacks a year eac[illegible] And a Governor General too and a whole lot [illegible] Bengallee Babus. What a fine thing it will be s[illegible] to get possession of great Britain. If we can re[illegible] tain possession for quarter of a century we c[illegible] bring back all that has been taken away fro[illegible] India, Sir, during the last two centuries.
E. You have a very high imaginative mind—Hencefort[illegible] I shall call you Indian Milton.
N. But for my eyes sir.
E. Pluck them out.
N. I would rather have them than called a Milton.
E. Really why do not the natives like our [illegible] ?
N. Because you treat them like dogs.
E. But it is the fault of individuals and not of Governm[illegible]
N. Oh. Sir. Every English man is a Government to [illegible]
E. Don't talk nonsense. Now let us have the truth.
N. Excuse me sir, don't get angry ; because they [illegible] draining the country of its wealth and we [illegible] getting impoverished Sir.
E. How ?
N. Well, I need not explain to you. If you can do aw[illegible] with the P. Settlement, we will be reduced to m[illegible] agriculturists Sir.
E. You ought to be thankful to the English nation [illegible] the boon.
N. We are thankful and we are loyal and so we spe[illegible] out our minds without reserve.
E. I have heard many of your countrymen say that [illegible] Englishmen of former days had a liking for [illegible] natives ; are you one of those ?
N. No Sir. I have heard mny a fool say so Sir.
E. No. No. You are mistaken ; they did actually [illegible] you, because your elders were polite and respec[illegible]
N. You are mistaken Sir. The[illegible] Ranjit Sing was liv[illegible] Oude was independent, Delhi had an Empe[illegible] and English Raj was unstable sir. Were R[illegible] sians to conquer Afganistan, you will be m[illegible] polite than you are now, this is blunt truth Sir: [illegible] get angry Sir—I have no sufficient stock of En[illegible] words, to give a cloak to my expression sir. [illegible] not a politician sir that I could speak in a po[illegible] style.
E. You do not seem to appreciate what has been done [illegible] the English for your benefit. Look here Babu. Th[illegible] Colleges, and Schools, Dispensaries, Public-work[illegible] Civil and Criminal Courts, the Police, Telegraph[illegible] and Railways
N. Stop please. Beg your pardon for the interruption sir Without schools you could not get cheap element[illegible] to work the machinery of Government ; if peopl[illegible] were to die for want of of medicines who woul[illegible] pay you taxes, cultivate your cotton, opium, te[illegible] and indigo? without telegraphs and railways you could not hold India.
E. Chi. ! Chi !! Chi ! Babu.
N. Donot get angry sir, then you will not know the native mind. If you do not find out the malady how can you apply remedy.
E. Not in the least. I am not angry at all.
N. your race partiality is too much Sir. You occupy al[illegible] the highest posts Sir. Yet you shove in less educated portion of your countrymen in the subordinate Executive service and promote them, overriding the claims of the native officers of superior merits Sir.
E. You are partly right there.
N. Again in the Police Sir. You will find the number in the higher grade is more than that in the low[illegible] the reverse is the case in the subordinate Execut[illegible] Sir.
E. Is it ? I did not know that.
N. Look into the Civil list and you will find what [illegible] to be perfectly true Sir.
E. If so you have a just ground of complaint.
N. Acting allowance is allowed to police officer[illegible] is denied to Subordinate Executive.
E. If allowed it would be too trifling but create [illegible] confusion in the secretariat.

E. Your line has been very much improved of late.

N. Thanks to Sir Barnes.

E. Would you like to enter the Police as a District Superintendent?

No No Sir.

E. Your prospects are as good, as theirs, I suppose.

N. Not until I live to serve for 40 years more. I wish there were as many first grade Subordinate Judges as there are District Superintendants.

E. You talk very reasonably Babu. But why not get into the police, prospects of promotion are comparatively easy.

E. Why not try and enter the opium Dpt?

N. No entry for natives.

E. Forest.

N. Ditto.

E. What will make you a contented race let me know?

N. Make us soldiers, help us in conquering the whole of Asia and send us there to govern. We shall then feel deeply grateful to your nation and leave you the field of India to graze upon and we shall go to the other side of the Himalyas and contentedly till the rocky and sandy soil of Thibet and Arabia.

N. I perceive one change Sir in the character of the Englishmen of the present day. They do not like to encourage educated natives.

E. What do you mean?

N. Not 20 years ago Pandit Shirish Bidyaratna married a widow and he was rewarded with the Dy. Magistracy. The two first B. As of the C. university were similarly rewarded. Raja Ram Mohan Roy's cook, on his return from Europe was appinted a Deputy Col., but now no notice is taken even of his great grandson, one of the best educated men in India who has come out as a Barrister. Babu Prosonno Coomar Tagor's Son did not receive any encouragement. These facts make our feelings callous.

E. It is cutchery time. We hope we shall resume our interesting conversation another time. Good morning.

The Levien Case.—We beg to draw attention of our readers to the rest of the evidence adduced in connection with the Levien enquiry.

Peary Lal Roy deposed as follows:—

I am a pleader practising here from the beginning of 1873. Mr. Levien now and then made an appearance of taking notes. The shesristadar took down notes of my arguments. I recollect the case of Kali Churn Shaha *vs.* Prosonno Moye Devi, in which I protested against the sheristadar taking notes. The sheristadar was on the bench taking notes of the appellant's arguments when the sheristadar was leaving the bench, I told him in Bengali that the other side had administered a bribe, and that, therefore, notes of arguments on that side were taken, whereas notes of arguments on my side were not taken. Mr. Levien heard it, and said he would take notes of my argument, himself. I cannot say whether he understood the whole of what I said; but at least he understood that I was displeased, or else he could not have told ... began to take notes; but I know it ... no use to address ... to him, and I went on ...dly. I considered he was only taking notes for show. ... never attentively listened to arguments; from his appea...ce he did not seem to pay any attention to the arguments ... pleaders. When they were arguing Mr. Levien would ...wn, go to sleep, smoke cigars, read newspapers, write letters, ... Mr. Levien does not understand Bengali. He never ... judgment in Court immediately after the case was ... venty days, one month, two months and sometimes ... ter argument before the judgment was deliver... me for delivering judgment was a month or a ... after hearing. I recollect the case of Taleb ...s. Abdool Suvan. I was employed in that ... behalf of Suvan; and Mr. Levien passed therein ...llaneous order. I saw the draft before judgment was ...; and the same morning when I came to Court I ...e judgment. I don't know wheather the judgment was over to the head clerk the very same day. My cousin Gopal superintended the case of Suvan. He took me some *Weekby Reporters* and a Civil Procedure Code told me he was going to the sheristadar. He came and handed me a draft of judgment written in pencil ...at case, and in the sheristadar's handwriting. I looked ...gh it. My cousin did not tell me the object of his ... the draft to me; but I think it was for me to see ...her there was any defect. I went over it with care. I ... well it was in the sheristadar's handwriting. I have ...n his writing from my fourteenth year. After perusal ...urned the draft to my coasin, who took it away. The ... day I read the Judgment in Mr. Levien's handwriting. ... judgments were exactly the same; the expression was ... the same. The books I gave to Gour Gopal contained ...rulings and references set forth in the decision. The ...c opinion on Mr. Levien's conduct was that the sheristadar did everything. It was all the same to Mr. Levien whe... the cases were important or not. He did not often ...er judgments within ten or twelve days. Gour Gopal ... agent of Abdool Suvan my client; he was not a ...tear. The sheristadar was not in the habit of sending ... of judgments to me. I have cause to think that the ...s given in the judgment of Suvan were not Mr. Levien's. ...asons are that Gour Gopal called at the sheristadar's ... morning; and probably this caused the sheristadar to ...ange his mind, and hence the second order reversing the ...rst. In criminal cases depositions were read sometimes in the translator's room, sometimes in the head clerk's room

Mateur Rahaman deposed as follows:—

I am a pleader in the Indge's Court here. Uma Churn Sen, the sheristadar, used to sit in Ejlas. I recollect the civil case of Juggounath Saha *vs.* Dwarkanath Saha. I was on the side of Juggounath. I commenced arguing in that case when the sheristadar prevented me from doing so, on which I said, "you may either decree or dismiss as you like in your own house, but I will argue here, and you have nothing to do here." I think Mr. Levien heard it; for I said it aloud, in an angry tone. Mr. Levien said nothing, and made no sign.

Mohima Chunder Mozumdar deposed as follows:—

I am a pleader in the Judge's Court since 1857. As ...ar as my knowledge extends, I do not think Mr. Levien took down the substance of the arguments. No day was fixed for ... delivery of judgments; which were given from two days ... two months after hearing. The judgment of Dyal Singh's ...was given after three months. Befour I saw it in office, ...ft decision in Golock Moni's favour was shown to me, ...raft of which was written in ink in Bengali character, ... the handwriting of Uma Churn Sen. I saw this draft ... ten, fifteen, or twenty days before I saw it in office. ...s shown to me, and my opinion was asked as to whether ... judgment could stand in special appeal. I read that ... and also the translation of the judgment. There may ...e alterations, but the substance of both the draft and ...gment were the same. I recollect the case ...

was pleader for the appellant. I read the judgment in that case after it was delivered in office; but cannot say when I read it. I saw the draft of this judgment on the table of the translator Uma Churn Sen. I know the handwriting of Uma Churn Sen, both in English and Bengali. In civil cases the witnesses sat on a bench. In *exparte* cases the mooktears generally examined them. I was asked to do so, but I never did. Mr. Levien was engaged in other cases when witnesses were being examined. I cannot recollect that depositions were ever read by Mr. Levien, or that they were interpreted to him. I remember the case of Radhica Churn Sen *vs.* Guardian of Kisto Coomari. I was pleader for Radhica. Witnesses on one side in that case were examined on the 29th November, and those on the other side on the 10th December. I was present at the examination on both occasions, and no memorandum of evidence was made by Mr. Levien. As far as I remember, I say the memorandum, which I now see in Mr. Levien's handwriting was not made at the time witnesses were examined. I was pleader in Nazaruddin's case on his behalf. Witnesses were examined therein, as I see by the *nathi*, some on the 8th, some on the 9th, and some on the 12th I told Mr. Levien, in English. "Two things cannot be done at the same time." The sheristadar, or the head clerk, was very angry with me upon my sternly opposing. Mr. Levien did not do anything; and the memorandum of depositions of witnesses was not made by him. I have seen Mr. Levien write decisions on the bench, looking at the sheristadar's draft, I saw Mr. Levien writing from the sheristadar's draft, which was covered by a paper exposing only a line or two. On one occasion I read the whole of the draft in the sheristadar's hand writing; and I also saw Mr. Levien copying that on the bench; but I could not read any of the draft when he was copying. I also saw one draft of a decision at Uma Charan Sen's house. I told Mr. Levien one day, on a petition for transfer, that "justice is being miscarried here." My meaning was that injustice was there being done.

Mohesh Chunder Sirkar deposed as follows:—

I am a pleader, practising at Rungpore since December, 1867, more generally in civil cases. I was a pleader on behalf of Dyal Singh in his case with Tara Chand. I argued the case, and in English. I recollect the judgment was given long after the case was argued. I saw Dyal between the arguing, and the delivery of the judgment. He told me of his visit to Mr. Levien. Some time after the hearing, Dyal went to my lodging one morning, and told me that he had seen Mr. Levien, and that the latter wanted a draft of the judgment from Dyal Singh. I saw Dyal Singh on several other occasions. On one of them he told me that he had been to Mr. Levien and told him that the Sheristadar wanted 1,000 rupees; and Dyal said that Mr. Levien told him, "If you do not pay Uma Churn 1,000 rupees, you are to lose your case." When Mr. Levien sat to hear civil suits, Uma Churn Sen was engaged at the Bench. Uma Churn generally took notes of the arguments of pleaders. Mr. Levien had a note-book, in which, I believe, he used to write the number of the case, and the names of the parties; but not always that. I do not recollect Mr. Levien taking notes of my arguments. I am fully able to judge whether or not the Judge took notes. By Mr. Levien's appearence I could say he paid no attention to our arguments. I do not recollect any instance in which Mr. Levien asked questions: he was not in the habit of asking questions during the arguments. He never pronounced judgment in my presence. I never heard Mr. Levien pronounce a judgment immediately after hearing the case; except that in some miscellaneous cases he used to write and deliver judgment on the Bench; and that was done at the dictation of the Sheristadar. The Sheristadar sometimes used to write the order upon a paper, and give the paper to the Judge who copied it. Sometimes the Judgments were delivered the day after the hearing, and sometimes two or three months after. I recollect the case of Jogodish Chunder Biswas *vs.* Abdoollah: the judgment in that oase was in Mr. Levien's handwriting. I saw Uma Churn Sen, who was then translator, drafting a decision in that case. Mohima Mozumdar, who was pleader of the opposite side, saw it. When I read the draft it was completed; both the judgment and the order. This was before the judgment was given by Mr. Levien; I saw the judgment delivered by Mr. Levien. Both the judgments were of the same purport. I recollect the case of Kali Mohun Kobiraj, a certificate case, under Act 27. Last January I argued the case, and Uma Churn Sen, took notes from me and wrote a judgment by pencil, and handed it to Mr. Levien, who copied the same while on the Bench, and passed the order. I saw Mr. Levien copying the paper which was handed by Uma Churn Sen, whom I saw writing by comparing with the records. Mr. Levien can understand a few words in Bengallee. I do not recollect having seen any translation before appeals were heard. Such is the public rumour that Uma Churn writes the judgments. Such is the public opinion that Uma Churn is the real judge. In my belief the Sheristadar was the judge. Mr. Levien was often very late in coming to Court, sometimes he came at 2 or 3 o'clock. I was employed in Beelash Beebee's case a registration case. The arguing of a case and the examination of a witness took place at the same time. In that case no memorandum of the evidence was made by the Judge. Even in appellate cases he did not make any memorandum at the time; but it was usual to make a memorandum after an appeal had been preferred, to the High court. None was usually made in other cases. In Abdoolah's case, I went and sat by Uma Churn in his room, and then saw the draft of the decision. The draft was lying on the table, and I took it up. I argued Dyal Singh's case. Mr. Levien took no notes of my arguments. Before the delivery of judgment, Dyal Singh came and told me that Mr. Levien asked of him a draft judgment. When Dyal Singh told me that he saw Mr. Levien, and Mr. Levien told him that unless he paid Rs. 1,000 to the Sheristadar, he would lose, this was before final judgment was passed. We could see what Mr. Levein took down in his notebook, because we stood very near him. I don't recolleet having seen Mr. Levien taking notes of arguments. He used some times to speak, and sometimes draw pictures but never paid attention. In *ex-parte* miscellaneous cases I have myself seen Mr. Levien write out judgments at the Sheristadar's dictation. What the Sheristadar wrote by pancil was handed to Mr. Levien, who copied from it; and I afterwards saw it and found it was the judgment in Kali Mohun's case. Mr. Levien wrote his judgment on the back of the petition of that case. Except the case of Kali Mohun Kobiraj, I don't recollect any disputed case in which judgment was passed on the Bench.

Kisto Chunder Sircar deposed as follows:—

I am the Government Pleader since the last four years. During the examination of witnesses, the questions were put in Bengali, and were not interpreted to the Court. There were disputes as to the correctness of the interpretations on several occasions. In almost all defended cases such disputes arose I did not see interpretors sworn. The depositions of witnesses were not read over to them in Court; they were taken out, and then their depositions were read over to them by a mohurir, or an English-knowing clerk. They were not brought back into Mr. Levien's presence. I recollect in criminal cases making objection to the sheristadar sitting in the *Ejlas*, and he was about to leave; but on looking to Mr. Levien, he was given to understand that he was to sit there. In civil cases there was no routine of business; there were lists of cases but no days were fixed. The cases were brought on for hearing at random. On several occasions cases were called

ces were passed in the absence of the prisoner; sometimes the day after hearing, and sometimes after two or three days. The sheristadar decided what case was to come up; he ordered the mohurir to bring any case he thought fit, and it was accordingly brought. The Judge never called up the case; but the sheristadar did so. The first or second day after Mr. Levien's arrival here the second time, I objected to Uma Churn Sen sitting in the *Ejlas*: he was then translator. I objected because he was then all in all, and used to do everything; the Judge only sitting on the Bench.

Syama Mohun Chackerbutty deposed as follows:—

I am a pleader in the Judge's Court practising here from November or December 1870. I do not remember seeing any translation made a part of the record of cases in which I was engaged. Translations as a rule were not made. Mr. Levien never paid attention to arguments. I have seen witnesses examined in civil cases. In *exparte* cases, when witnesses were being examined, Mr. Levien would do other things. Nobody interpreted to Mr. Levien statements made by witnesses. In contested cases, when witnesses were being examined, Mr. Levien was reading newspapers, smoking cigars, but doing no official work. While witnesses were being examined; he would not give order as to the admissibility or otherwise of the evidence. When any such question arose, it was referred so him; but no ruling was ever obtained from him, and the pleaders settled the question amongst themselves. After the witnesses were examined their depositions were taken out generally by the Sessions mohurir, sometimes into the head clerk's office, sometimes into Bengali *serista*, and there read out to them. I do not recollect whether any witness was again brought into Court. Whilst the depositions were being read to one witness outside, another witness was being examined before the Judge. Mr. Levien never asked any question to the witnesses as to whether their depositions were correct or not. I don't recollect having seen him giving judgment from the Bench. I have often seen him passing orders from the Bench at the dictation of the sheristadar.

Prosonno Nath Choudry deposed as follows:—

I am a pleader practising in the Judge's Court since May, 1873. I compared drafts of judgments draw... by Lolit Mohun in a cattle theft case, and some ... cases, with the judgments written by Mr. Levien. ... substance of both the draft and judgment was the sam... there were only some grammatical alterations.

Gopal Chunder Chuckerbutty deposed as follows:—

I am a pleader, practising in the Judge's Court here n... two years. The case of Dwarka Nath Mozumder ... argued by me and Mohesh Chunder Sircar ... reference made in it to the High Court, a criminal ... A draft of reference was shown to me by a Mook... Dwarkanath before the order was published. ... Uma Churn Sen's handwriting, which I know. ... was shown to me to see whether it contained all the ... ments I had urged. I read the drafts and also the reference order. I read the reference order the very day it was given. To the best of my recollection, it was the same as the draft. I was present at the examination of witnesses. In civil cases, as also in Sessions' cases. In the latter class of cases, the questions were put in Bengali by the Government Pleader, and the answers were interpreted to the Court by the translator. The questions were not interpreted. There have been many occasions in which disputes have arisen as to the correctness of these interpretations. The depositions were not read over to witnesses in the presence of the Court, nor in that of the prisoner. I don't recollect any instance in which witnesses were brought back into Court; it was not the custom to bring them back.

Tarini Churn Nandy deposed as follows:—

I am mohurir of the miscellaneous ... Judge's Court. The records remain in my ... the cases are decided, when they are made over to ... In a certain case I made over the record to ... the decision. This record did not come to my hand when notice of appeal was issued. The memorandum of evidence was prepared after the case was disposed of, and before the notice of appeal was issued, the appeal in that case being probable. In *exparte* miscellaneous cases, I used to take depositions of the witnesses. In criminal cases depositions of witnesses were read over to them by the head clerk, the Session's mohurir, the accountant, or the accountant's mohurir.

Ashanula Munshi deposed as follows:—

I am peshcar in the Judge's Court since 1859. I used to take depositions of witnesses in civil cases. I have not seen Mr. Levien making any memorandum of depositions. I have never seen him making any certificate to the effect that he was unable to take evidence himself. It is my duty to keep the diary. Mr. Levien never used to examine the diary when he signed nor was it ever read to him. Generally he signed the book on the day it was necessary to sign at the time of leaving Court. He also sometimes used to sign it the next day. He never asked me what was written in the diary. Sometimes I and sometimes the sheristadar would present the book to Mr. Levien; and I was always present when it was presented to him. The times of the siting and rising of the Court were given by guess. There was a clock; but it was wrong. I remember one instance only when the diary was written on the day, Mr. Mr. Levien was absent. The sheristadar told me to write. The sheristadar came that day at 10 or 11 o'clock by way of Mr. Levien's house. Uma Churn Sen used to take records home; no other sheristadar did that.

Lolit Mohun deposed as follows:—

I am the translator of the Judge's Court. As a rule, translations of plaints, written statements were not done. At the instigations of the sheristadar I used to write out judgments and Mr. Levien accepted them without little or no alterations. The memorandum of evidence was not made at the moment but long after the case was disposed of. ... case the memorandum was prepared after th... months when an appeal was preferred a... Court.

Kamakiya Churn Mookhopadh... e Judge's Court, corrob... ...

—পাওনিয়ার বলেন যে, যাকুব খাঁ যে সের আলির হস্তে আপনাকে অর্পণ করেন তাহাতে লর্ড নর্থব্রুকের কোন পরামর্শ ছিল না।

—ডেলিনিউসে এক জন সম্বাদদাতা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ফিরিঙ্গিদিগকে স্থানান্তরিত না করিয়া যাহাতে তাহারা এখানে থাকিয়া সামাজিক উন্নতি করিতে পারে তাহার কোন সদুপায় করা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন বাবুরা বড় ২ লোকের সোপারেশ লইয়া গবর্ণমেণ্টের চাকুরির শতকে নিরনব্বইটী অধিকার করেন। ফিরিঙ্গিরা দরিদ্র। ইহাদের সহায় সম্পত্তি নাই। সুতরাং ইহারা কর্ম্ম কাজ পায় না। পত্র প্রেরক এই নিমিত্ত প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করুন যে বিনা পরীক্ষায় কেহ কোন রাজ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে না এবং তাহা হইলে তিনি বিশ্বাস করেন যে ফিরিঙ্গিদিগের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান পারিয়া উঠিবে না। তাহার বিশ্বাস যে ফিরিঙ্গিরা এদেশীয়গণ অপেক্ষা নির্ব্বোধ নহে এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন যে জাতি শঙ্কর দ্বারা লোকের বুদ্ধির উৎকর্ষ হয় এটি সকলেই স্বীকার করিবেন। ফিরিঙ্গিরা জাতি শঙ্কর অতএব ইহারা বুদ্ধিমান। লেখকের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা জানি না। আজ কাল ...ত্মীয়তা দেখাইতে গিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে পাজি ছোট ...লাক, নরাধম পামর বলার যে রীতি হইয়াছে ইনি ...দি সেই রীতির অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাতে ...মাদের আপত্তি নাই। তবে তিনি পরীক্ষার কথা কি ...লবেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। মুন্সফী, ...পুটি মাজিষ্ট্রেটী, সব ডিপুটি, উকালতি, ডাক্তারি, ...ঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সকল বড় বড় কর্ম্ম ত পরীক্ষা দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়? তবে অন্যান্য কর্ম্ম কাজ সম্বন্ধে যদি পরীক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তনা করিতে তাহারা ইচ্ছা করেন তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ সম্মত আছি। পত্র প্রেরক এক কাজ করুন। তিনি ফিরিঙ্গিদিগের দ্বারা এই মর্ম্মে এক খানি আবেদন গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করুন, আমরা সকলে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে সম্মত আছি।

—সুরাটের এক দল বণিকের বিরুদ্ধে গুজরাট মিত্র একটী মকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

—...দের মধ্যে কোকোনদেয় সম্প্রতি যে ঝড় ... তাহাতে ১৮ জনের প্রাণ হানি হয়। সালেম জেলাতে সহস্র লোক ঝড়ে শূন্য গৃহ হইয়াছে।

—মুরেরা মুসলমান কিন্তু বন্য বরাহের মাংস আহার করে। এদেশীয় মুসলমানেরা একথা শুনিয়া অবাক হইবেন। বন্য বরাহ ও কুক্কুটের মাংস হিন্দুদিগেরও আহারের পক্ষে বিধ আছে।

—ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে আগামী ২৯ সে ডিসেম্বর তারিখে বেল বিডিয়ারে একটী বল হইবে।

—ফ্রান্সে সম্প্রতি একটি কৌতুহল মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। এক জন ধনী একটি বিধবা রমণীর পাণি গ্রহণের নিমিত্ত ব্যাকুল হন। এই রমণীটি য়ীহুদীয়। তিনি বলেন যে য়ীহুদী ভিন্ন আর কাহারও পাণি গ্রহণ করিবেননা। সাহেব খৃষ্টান। কাজেই তিনি কিছু বিপদে পড়েন। তিনি ঐ স্ত্রী লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে যদি তিনি য়িহুদী ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার বিবাহে কোন আপত্তি আছে কি না। রমণী বলেন তাহা হইলে তাহার কোন আপত্তি থাকিবে না। সাহেব বিবাহের নিমিত্ত সমারোহ পূর্ব্বক খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া য়ীহুদী ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি উক্ত স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু স্ত্রী লোকটি তখন বলিলেন যে, তিনি পরে বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, য়ীহুদী বংশ হইতে যে ব্যক্তি উৎপত্তি না হইয়াছে তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন না। সাহেব এখন প্রায় ২০ হাজার টাকার দাবী ... স্ত্রীলোকটির নামে নালীশ করিয়াছেন।

...কাশ্য বিচার কল্য আরম্ভ হইবে। ...লের নিমিত্ত এত দিন বিচার স্থগিত ...ব পৌঁছিবেন।

... মৃত্যুর সংখ্যা এই জন সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, কিন্তু ভয় কি। অকটবর মাসে যত লোক জন্মিয়াছে তাহার শত করা দশ জন অন্নাভাবে অকালে পঞ্চত্ব পাইবে, আর দশ জন দরিদ্রতা নিবন্ধন জেলে গমন করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিবে, আর যাহারা আছে তাহারা ইংরাজদিগের সুখের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মরিয়া গেলে তাহাদের কষ্ট।

—বোম্বাই গেজেটে আর একটী বিষ পানের কথা রাষ্ট্র হইয়াছে। এটীতে ইংরাজের সংস্রব নাই। জাখির রাজাকে তাহার রাণী বিষ পান করাইয়া নষ্ট করিবার যত্ন করেন। রাণীর সম্প্রতি একটী পুত্র সন্তান হয় কিন্তু রাজার সন্দেহ হয় যে সে ছেলে তাহার নিজের নয় এবং এই নিমিত্ত তিনি রাণীর প্রতি অযত্ন দেখান। বোধ হয় এই নিমিত্ত রাণী রাজাকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হন। রাণী মিষ্টান্নের সঙ্গে রাজাকে বিষ দেন। রাজা মিষ্টান্নের একটু আহার করিয়া অসুখ বোধ করেন কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে মিষ্টান্ন আহার করায় তাহার তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। তিনি এই মিষ্টান্ন তাহার কয়েক জন আত্মীয়কে আহার করিতে দেন। তাহারা ইহা খাইয়া ভেদ বমী করে। রাজার ইহাতে বিশ্বাস হয় যে মিষ্টান্নে বিষ ছিল। তিন জন কয়েককে সন্দেহ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছেন।

—২১এ নবেম্বর তারিখে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরির মকর্দ্দমা কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট ডিকেন্স সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ডিফোল্ট, ইনেস্পেকটর রিড এবং ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার ডিক্রুজের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি ডিফোল্ট সাহেব কি রূপে ইহাদিগকে ধরেন। ডিফোল্ট পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যেরূপ এজাহার দেন আবার দুই জন সাক্ষী তাহাদের জবনবন্দীতে তাহার পোষকতা করে। বালকদিগের সমর্থনার্থে লো সাহেব নিযুক্ত হন। তিনি সাক্ষীদিগের উপর অধিক জেরা করেন না। মকদ্দমা সেসনে হইবে, সম্ভবতঃ সেই খানে ইহার জেরা হইবে। তিনি বালকদিগকে জামানতে হাজির থাকার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে বালক দ্বয়ের বয়স অতি অল্প ঊর্দ্ধ ১৬ কি ১৭ বৎসর হইবে। ইহাতে যে তাহারা অপরের কুপরামর্শ ভিন্ন এরূপ কাজ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ ডিফোল্ট সাহেব তাহাদিগকে গোড়া গুড়ী আশা দেওয়াতে বোধ হয় তাহারা ইহাতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল। ইহা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে যে ডিফোল্টের নিকট এই বার কেবল প্রশ্ন চুরির প্রস্তাব হইয়াছে। তিনি বরাবরি এই রূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন এবং ডিফোল্ট সাহেব যদি প্রথম এই কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়া থাকেন তবে তাহাকে প্রশংসা করিতে হইবে। লো সাহেব আরো বলিলেন যে ইহারা বালক, এরূপ কার্য্যে যে আইন সঙ্গত অন্যায় তাহা তাহারা অবগত ছিল না, তাহারা পরের চক্রে পড়িয়া এরূপ কাজ করিয়াছে। বিশেষতঃ ইহারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান এবং ইহাদের আত্মীয় স্বজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুতরাং ইহাদিগকে অনায়াসে জামানতে রাখা যাইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব লো সাহেবের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। মাজিষ্ট্রেট ইহাদিগকে সেসনে সোপোর্দ্দ করিয়াছেন।

—সর সাইমুর ফিটজরল্ড এক খানি বিলাতি কাগজে লিখিয়াছেন যে, ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বোম্বাইয়ের এক জন অতি উচ্চ কর্ম্মচারী সম্বাদ পান যে নানা সাহেব তাহার ভগ্নির গৃহে বাস করিতেছেন। নানার ভগ্নির সঙ্গে একটি রাজার বিবাহ হয়। বোম্বাই হইতে কয়েক শত ক্রোশ দূরে রাজার রাজধানী এবং নানা সেই রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছেন। এই রাজা এই সময় বোম্বাইতে ছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাকে বলিলেন যে এই রূপ রাষ্ট্র যে তাহার স্ত্রী নানাকে বাটিতে স্থান ...য়াছেন। রাজা ... চিত্র নাই, কিন্তু তিনি আজ ছয় মাস বাটী ছাড়া ... তিনি রাজ ধানীর কোন বিশেষ সম্বাদ রাখেন না। ...র্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্বাদ শুনা মাত্র রাজার গৃহে ...নুস... করিবার নিমিত্ত লোক পাঠান কিন্তু তাহারা তথায় গি... শুনে যে তাহাদের পৌঁছিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ ব্যা... গোপনে রাজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। কিছু ... পরে এই রাজা স্বীকার করেন যে তাহার বিশ্বাস ... তাহার স্ত্রী নানাকে গৃহে আশ্রয় দিয়া ছিলেন, ... তিনি তাহা কিছুই জানিতেন না।

—নানা সম্বন্ধে ইংলিশম্যানে একখানি ... প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন যে, ... আজিমগড়বাসী শিয়াদত সিংহ নানার নেপা... জঙ্গলে মৃত্যুর কথা যে প্রকাশ করে সে অলী... নেপালে এইরূপ রাষ্ট্র যে নানা সাহেব জ্বরে প্র... ত্যাগ করেন এবং এরূপ রাষ্ট্র হইবার হেতু এ... ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে নানা, তাহার ভ্রাতা বালারাও এব... গণ্ডের রাজা দেবি বকস্ সিং অনেক সৈন্য সাম... লইয়া নেপাল পর্ব্বতের মূলে একটি তাঁবু ফেলিয়া অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাহারা কতক দিন বাস করিলে, ইংরাজদিগের সৈন্য নানার অনুসন্ধান ... করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। নানা ... মন্ন বিপদ দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাম্বু ভাঙ্গিয়া নেপালের মধ্য দিয়া চিন রাজ্যের সীমানায় উপস্থিত হন। সেখানে একটি বৃহৎ নদী পার হইয়া থারওয়ারিয়... নামক একটি গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন। যখন তাহারা পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চিনাভিমুখে যাত্রা করেন, তখনই তাহারা আপনাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া যান। তাহারা বলেন যে, ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিতে তাহারা আর পদার্পণ করিবেন না, সুতরাং এখানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া ... ইহাতে রাষ্ট্র হয় যে নানা সাহেব নেপাল জঙ্গলে ... ত্যাগ করিয়াছেন। পত্র লেখক যে ব্যক্তির নিকট ... সম্বাদটি শ্রবণ করেন সে ১৮৫৯ খৃ অব্দে নানা কর্ত্তৃ... বন্দী হয়। এ ব্যক্তি ভদ্র বংশজাত কিন্তু না... অতি জঘন্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৮৬... আর কয়েক জনের সাহায্যে নানার নিকট ... য়ন করে। এ ব্যক্তি চিন দেশের সীমানা ও সে ... লোকের আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে ... বর্ণন করে তাহাতে পত্র লেখকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ... যে এ মিথ্যা গল্প নহে। এই ব্যক্তি বলে যে নানা ... পনার একটী অঙ্গুলী ছেদন করিয়া উহা দাহন ... অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করে, সুতরাং ধৃত ব্যা... আঙ্গুল কাটা কি না তাহা দেখিলে অনায়াসে ... যায় যে এ ব্যক্তি প্রকৃত নানা কি না।

—টাইমসের সম্বাদদাতা রটলেজ সাহেব ... মঙ্গলবারে এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

—বরোদার বিষ পানের মকর্দ্দমার অনুসন্ধানে ... আরও কতক সম্বাদ বাহির হইয়াছে। ইহাতে প্রব... হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যে২ ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয় ... আরো দৃঢ় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ। পূর্ব্বে বরদার গুইকারকে বিষ খাওয়া লইয়া যখন গোলযোগ হয় তখন তাহারও মধ্যে এ ব্যক্তি সংলিপ্ত ছিল। এ ব্যক্তি রেসিডেন্টের চোপদার, অথচ কর্ণেল ফিয়ারের যখন খানা প্রস্তুত হইত তখন উপর হইতে আসিয়া এ ব্যক্তি তাহার চাকরদিগের সাহায্য করিত। এই ব্যক্তি বটে গুইকারের নিকট হইতে বেতন পায় না, কিন্তু ইহার পুত্রেরা তাহার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যে ব্যক্তি রেসিডেণ্টের ভৃত্যদিগকে বিষ আনিয়া দেয় সহসা তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃত্যু হওয়া মাত্র তাহার শব দাহন করা হয়। এই রূপ রাষ্ট্র যে এই ব্যক্তি বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে কর্ণেল ফিয়ার তাহার সরবতে... মধ্যে যে বিষ দেখিয়াছেন অমনি বাবা সাহে... নামক এক ব্যক্তি বরদা হইতে গমন করেন। বাবা সা... হেব বরদার এক জন পুরাতন ফৌজদার। এই ফৌজ... দারের গুইকরের উপর অত্যন্ত আধিপত্য আছে।